সাবিত্রী

সাবিত্রী

(ধর্মমূলক নাটক)

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত]

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ—প্রাঙ্গন।

রাজা অশ্বপতি ও মাণ্ডব্য ঋষি।

মাণ্ডব্য। মহারাজের জয় হোক্।

অশ্বপতি। ঋষিবর! আজ আমাদের কি সুপ্রভাত। আপনার শুভ্র পদার্পণে আমার সমগ্র মদ্ররাজ্য আজ পবিত্র হ'ল, রাজা প্রজা,আত্মপরিজনসহ সকলেই আমরা ধন্য হলেম। যদি কৃপা করে দর্শন দিলেন, হতভাগ্য অশ্বপতির আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করুন।

মাণ্ডব্য। মহারাজ! ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করে আশ্রমপ্রত্যাবর্ত্তনের সময় আপনার আতিথ্য গ্রহণের জন্য কি জানি কেন হৃদয়ে অত্যন্ত বাসনার উদ্রেক হ'ল। রাজন! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাকে যেন অত্যন্ত নিরানন্দ, বিষণ্ন, চিন্তাভারাক্রান্ত দেখছি। আপনার এই পুণ্যময় রাজপুরীর সবারই মুখে যেন কি একটা অশান্তির ছায়া লক্ষিত হচ্ছে। এর কারণ জানতে পারি কি?

অ। কি আর বলব দেব! ঈশ্বর আমার প্রতি নিতান্ত বিমুখ। আমার এবং আমার সমস্ত পুরবাসীদের অশান্তির কারণ—আমার একমাত্র কন্যা—ষোড়শী কুমারী সাবিত্রী।

মাণ্ড। সেকি মহারাজ?

অশ্ব। নরাধম অপুত্রক আমি। অষ্টাদশ বৎসর ধরে কত যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা করে—সাবিত্রী দেবীর অর্চ্চনা করে প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে যে অলৌকিক রূপ-গুণ-সম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যালাভ করেছি, তার জন্য বুঝি আমার মদ্র রাজবংশের গৌরব নষ্ট হয়।

মাণ্ড। কারণ কি মহারাজ?

অশ্ব। সাবিত্রীর ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ প্রায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি—ভারতের সমস্ত রাজবংশে সন্ধান করেও আজও সাবিত্রীর বিবাহের জন্য পাত্র পেলেম না।

মাণ্ড। পাত্র পেলেন না? শুনলেম না আপনার কন্যা অলৌকিক রূপ-গুণ-সম্পন্না?

অশ্ব। শোনার আবশ্যক কি? ঐ দেখুন প্রভু—আমার কন্যা আসছে—স্বচক্ষে দেখে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

অশ্ব। মা সাবিত্রী! ঋষিবরকে প্রণাম কর।

সা। শুধু প্রণাম করে তো ছেড়ে দোবো না পিতা। ঠাকুর। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—আমি যেন একজন দেবতা অতিথির সেবা কর্চ্ছি। ঊষার স্বপ্ন কখনো নিষ্ফল হয় না।

মাণ্ডব্য। মহারাজ! সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী এই কন্যার আপনি বিবাহের পাত্র পেলেন না?

অশ্ব। দেবীরূপিণী বলেই তো বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। সাবিত্রীর রূপ দেখে কোন রাজপুত্র ওকে পত্নীভাবে গ্রহণ করতে চায় না। সকলেই ভক্তিমান হয়ে গুরু সম্বোধনে মাকে আমার প্রণাম করে যায়। ক্রমে দেশ বিদেশে সাবিত্রীর এই দেবী রূপের কথা প্রচারিত হওয়ায়, কোথাও কোন রাজবংশে আর বিবাহের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত চেষ্টা করতে সক্ষম হয় না।

মাণ্ডব্য। মহারাজ! আমি এতক্ষণ অত্যন্ত মনো-যোগের সহিত আপনার কন্যার হস্তরেখা পাঠ করে দেখলেম—

অশ্ব। কি দেখলেন—কি দেখলেন ঋষিবর!

মাণ্ডব্য। দেখলেম জগৎ পবিত্রকারিণী ভগবতী সাবিত্রীর

প্রত্যাশী দীনভিখারী ন'ন। আমি তুচ্ছ ধন সম্পদের কথা বলছি না রাজন। সর্ব্বগুণসম্পন্ন কন্দর্প তুল্য রূপবান, তেজোময় সত্যবানের সমস্ত গুণরাশি এক মহাদোষে সমাচ্ছন্ন। মহারাজ! কি বলব—সত্যবান অল্পায়ু।

অশ্বপতি। অল্পায়ু? সে কি?

নারদ। আজ হতে এক বৎসরের মধ্যে সত্যবানের পরমায়ু শেষ হবে।

অশ্ব। কি সর্ব্বনাশ? ওমা সাবিত্রী? কি করলি মা? কাকে পতি নির্ব্বাচন করলি? জেনেশুনে কেমন করে তোকে এই কোমল বয়সে ভীষণ বৈধব্য অনলে নিক্ষেপ করি?

সা। পিতা! সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হতে আজ পর্য্যন্ত ধরাবাসী শুনে আসছে—বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত তা খণ্ডন করতে সক্ষম হ'ন নি। বিশেষতঃ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এ তিন কার্য্য বিধাতারই ইচ্ছানুসারে লিপিবদ্ধ হয়। পিতা! আমি সত্যবানকে যে মুহূর্ত্তে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি—সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ কার্য্য ধর্ম্মতঃ সমাধা হয়েছে। তিনি দীর্ঘায়ুঃ হোন, অল্পায়ু হোন সুন্দর হোন্, কুৎসিৎ হোন্,—গুণবান হোন্ বা নির্গুণ হোন্—একবার তাঁকে স্বামীপদে বরণ করে আর তো কোন মতেই অন্যকে বিবাহ করতে পারি না।

অশ্ব। বিষম সমস্যা—বিষম সমস্যা! বলুন দেবর্ষি—এ সঙ্কটে কোন্ পথ অবলম্বন করি?

নারদ। তাইতো মহারাজ—আমিও অত্যন্ত বিপাকে পড়লেম। এ অবস্থায় কোন পথ প্রশস্ত, তা তো কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারছি না।

সা। ঠাকুর! রহস্যের কথা বটে। সংসারে ধর্ম্মপথই যে সর্ব্বাপেক্ষা সুগম এবং প্রশস্ত পথ, এ কথা আমি জ্ঞানহীনা অবলা—কোন্ সাহসে আপনাদের মনে করিয়ে দোবো তা তো জানি না। পিতা! ছার ঐহিক ভোগ বাসনায় বঞ্চিতা হয়ে থাকবে এই ভয়ে ভীত হয়ে আপনি কন্যাকে অধর্ম্মাচারিণী হয়ে নিরয়গামিনী হ'তে আদেশ কর্চ্ছেন? আর বৈধব্যই যদি এ পোড়া অদৃষ্টে লেখা থাকে, তা হ'লে সত্যবানকে পতিরূপে গ্রহণ না করলেই কি আমি তা হতে নিস্তার পাব?

নারদ। মহারাজ! আমি অনেক চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্ত করলেম—সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেও ধর্ম্মরক্ষা করাই সবাকার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার কন্যা যখন সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করেছেন, তখন তাকে কোন কারণেই বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। আপনি তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করে সত্যবানের করেই সাবিত্রীকে সমর্পণ করুন। ধর্ম্ম সেবায় নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। হয়তো সাবিত্রীর পুণ্যধর্ম্ম প্রভাবে অল্পায়ু সত্যবান দীর্ঘায়ু হতে পারে—কে জানে?

অশ্ব। প্রভু! কুলগুরুর আদেশ অবিচারে পালনীয়। চলুন দেব—আপনার উপদেশে অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, ধর্ম্মকে একমাত্র আশ্রয় করে ঐ তাপসকুমার সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

নাগরিকাগণ।

গীত।

কাজ ফেলে চল্ যাই লো ছুটে ঐ চলে যায় বর কনে।
কোথায় বা যাই, কোথায় দাঁড়াই—সুবিধে নেই
কোনখানে।
প্রজাপতির একি লো বিচার,
(কত) আদরের রাজকুমারী—
(হ'ল) সন্ন্যাসী বর তার।
(যেন) ভাঙর ভোলার বিয়ে সেজেছে উমার;—
(রবে) লোক সমাজে—কোন্ লাজে সই?
চন্দ্র বুঝি তাই বনে!

(নাগরিকাগণের প্রস্থান)

(নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম। আমাদের রাজার কি আক্কেল দেখলি মুকুন্দ।

২য়। কেন? মন্দ আক্কেল আবার কি?

১ম। আক্কেল নয়? অমন সোণার চাঁদ মেয়েটাকে একটা বুনো ছেলে ধরে বিয়ে দিলে?

২য়। বুনো ছেলে কিরে? আহা—কি চমৎকার চেহারা? যেন আকাশের চাঁদ? যেন একবারে টাটকা ফোটা গোলাপ ফুল!

১ম। আরে চেহারা যেমন হোক্‌গে একটা ভিখিরী সন্ন্যাসীর ছেলে—সে হ'ল কিনা রাজকন্যার বর! নাঃ—রাজাটা সত্যিই ক্ষেপেছে।

২য়। আরে—রাজার দোষ কি? রাজকন্যা যে একদিন বনে হাওয়া খেতে গিয়ে ছেলেটার রূপ দেখে প্রেমে পাগল হয়ে উঠল। ওকে ভিন্ন আর যে কাউকে গিয়ে কর্ত্তে চাইলে না—রাজা কি কর্ব্বে বল্‌?

১ম। মেয়ে যা বল্‌বে তাই বাপকে কর্ত্তে হবে? মেয়ে যদি বলে আমি ঘোড়ার ডিম খাব—তখন?

২য়। ঘোড়াকে দিয়ে যেমন করে হোক্ ডিম পাড়িয়ে নেবে।

১ম। ঘোড়ার ডিম হয়? আমাকে হ্যাকা পেয়েছিস নাকি?

২য়। হয় না? সত্যিই তুই বেহদ্দ হ্যাকা! রাজা রাজাড়া মনে করলে ঘোড়া তো ঘোড়া—মানুষকে দিয়ে ডিম পাড়াতে পারে! তা জানিস্?

১ম। চালাকী করিস্ নি—চালাকী করিস্ নি! বাল—সাধ করে আমি রাজাকে আহাম্মক বলছি? আচ্ছা—মেয়েটার আবদারেই না হয় সন্ন্যাসী মন্ন্যাসী ধরে তার সঙ্গে বিয়েই দিলি,—তা বলে বাপ হয়ে—রাজা বাবা হয়ে কোন্ প্রাণে ঐ সবে-ধন-নীলমণি মেয়েটাকে ঐ বুনো বরের সঙ্গে বনে পাঠিয়ে দিলি? একে কি বাপ্ বলে—না—চামার বলে?

২য়। দেখ, রাজার নিন্দে করিস নি—এখুনি কেউ শুনতে পেলে টকাস্ করে গর্দ্দানটা চেঁচে নিয়ে যাবে? বলি—যাকে কথা কইছিস কেন? বর বিয়ে করেছে—কনেকে নিয়ে যাবে না?

১ম। বলি ঘরজামাই করে রাখলেই তো হোতো!

২য়। সে বাপের ব্যাটা—তোর মত তো নয় যে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা, মাসী, পিসী, পাড়া প্রতিবেশী—যার গরু, বাছুর, বেরাল, কুকুর ছানাটা পর্য্যন্ত এনে শ্বশুরের স্কন্ধে বিয়ের দিন থেকেই চেপে বসবে। সে হোলো মরদ বাচ্ছা—যাকে বলে—বাপের ব্যাটা! রাজা মশাই জামাইকে কত ধন দৌলত বিয়ের যৌতুক বলে দিয়ে-ছিলেন,—তা পর্য্যন্ত ছোড়াটা যত গরীব দুঃখী ডেকে দান করে দিলে। নিজে এক কড়া কড়ীও নিলে না। একখানা কনে গয়না পর্য্যন্ত দিতে দিলে না। জানলি—এ হ'ল বাপের ব্যাটা। ও কি ঘরজামাই হয়?

১ম। আর আমি ঘরজামাই হয়ে আছি বলে কি পিসের ব্যাটা নাকি?

২য়। আরে—তুমি হ'লে শ্বশুরের ব্যাটা। তোমার সঙ্গে কার তুলনা?

১ম। শ্বশুরের ব্যাটা কি? আমায় গালাগাল? আমি হেঁয়ালী বুঝতে পারি না—বটে? শ্বশুরের ব্যাটা তো আমার শালা? আমি তা হ'লে শালার ভাই? তা হ'লে আমি আমার শালা? শালার যে বোন সেই তো মাগ। আমার বোন তা হ'লে আমার মাগ? তা হ'লে আমি বোন্-মেগো?

২য়। উঃ—তোর তো হিসেব নিকেশে খুব মাথা রে? যা যা—রাজবাড়ীতে যা—খাতাঞ্চীখানায় একটা চাকরী পাবি।

১ম। কি বললি? ফের গাল দিলি? আমি চাকরী করব? আমি রাজার চাকরি করব? তুই এত বড় কথা আমায় বলিস? আমি চাকর?

২য়। নাঃ—তুমি একেবারে হীরের আকর। তোমার আগা পাশ্‌তলা খালি জুতোর ঠোকোর। ঘরজামাই কি কারও চাকরী করতে পারে দাদা? তার তেজ কত? তার ক্ষমতা কত?

১ম। আমার ক্ষমতা নেই তুই বলতে চাস?

২য়। তোমার ক্ষেমতা নেই ? আরে বাপরে—ক্ষেমতা না থাকলে কি কেউ ঘরজামাই হয় ?

১ম। আমায় কোন শালা এক কথা বলতে পারে ? হা—হ্যা—

২য়। আরে দুর্গা দুর্গা। ভাল কুকুরকে যেউ মুখে কোন কথা বলে ? কেবল কথায় কথায় নাগ্‌রা পেটা করে। আর সোহাগ করে ঘরে পুরে মাগ এমনি করে চুলের ঝুঁটী ধরে ঠাস ঠাস্ ঠাস্ চপেটাঘাত করে।

(প্রহার ও প্রস্থান)

১ম। উঃ—উঃ—উঃ—তবে রে শালা আমায় এলো পাতাড়ী চড়িয়ে দিলি ? দাঁড়া—শালা—এক ইঁটে তোর মাথার খুলি ফাটিয়ে দিই।

(পশ্চাদ্ধাবন)

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যস্থ কুটীর সম্মুখ।

সাবিত্রী।

গীত।

(ঐ) সাঁঝের ছায়া আসে ধীরে কাল রাত্তি সাথে নিয়ে।
জানি না সে কেমন আঁধার—পতি্ব কোথায় গিয়ে॥
(ঐ) ভীষণ ঝটিকা আসে,
কাঁপিছে পরাণ ত্রাসে,
ভাঙ্গিতে কুটীর মোর—নিদয় নিঠুর হয়ে ;
(ঐ) জীবন প্রদীপ দিবে নিভায়ে ফুৎকার দিয়ে॥

সা। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। আজ বছরের শেষ দিন। এত শীঘ্র দিনগুলো কেটে গেল ! কোথা দিয়ে গেল—কেমন করে গেল—কখন গেল—কিছুই বুঝতে পারলুম না। সুখের দিনগুলি বুঝি এইরকমই তাড়াতাড়ি চলে যায়, আর দুঃখের দিন অতি অলস—অতি দুর্ব্বল হয়ে যেন যেতে আর চায় না। বিবাহের পূর্ব্বদিন দেবর্ষি বলে গেছেন—আমার স্বামীর পরমায়ু আর একবছর। বজ্রের মত সে কথা দিবানিশি যেন আমার কাণে বাজছে। সে একবছর তো আজ ফুরিয়ে যায়—আজ হয়তো আমার সকল সুখের অবসান। হয়তো কেন ? নিশ্চয়ই। দেবর্ষির গণনা তো মিথ্যা হবে না। যত পুণ্যকর্ম্মই করি না,—যত ধর্ম্ম আচরণই করি না—যত বারব্রত উপবাসই করি না,—স্বামীর অমঙ্গল ভয়ে ভীত, বিচলিত অধৈর্য্য না হয়ে কি নারী—পতিপ্রাণা নারী—স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী নারী—স্বামীর সহধর্ম্মিণী নারী স্থির থাকতে পারে ? না—পারা সম্ভব ? মুখে বলা এক কথা, প্রাণে সহ্য করা আর এক কথা। হে নারায়ণ। হে অগতির গতি। হে জগদীশ্বর। হে ঠাকুর। অভাগিনীর সিঁথীর সিঁদুর-মুছে দিও না। আমার প্রাণের দারুণ ব্যথা বোঝো। আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত কর।

(সত্যবানের প্রবেশ)

সত্য। অবশ্যই করবেন সাবিত্রী।

সা। এঁ্যা, একি দৈববাণী ? না—না—স্বামী দেবতা—নারীর ভাগ্য বিধাতা—তাঁর মুখের বাণী ! বল—বল—নাথ বল ! আবার বল—জগদীশ্বর আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করবেন। বল—আর একটীবার বল—তোমার পায়ে ধরি।

সত্য। হ্যা করবেন—নিশ্চয়ই করবেন। নইলে বেদ মিথ্যা হবে যে প্রাণেশ্বরী। তোমার ন্যায় সতীর প্রার্থনা যদি জগদীশ্বর অপূর্ণ রাখেন তা হ'লে জগতে কে আর জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ করবে ? সতীর প্রার্থনায় যদি ভগবতী না কর্ণপাত করেন, তা হ'লে যার নামে যে মহা কলঙ্ক হবে। কি এমন প্রার্থনা কর্‌ছিলে প্রিয়ে, যার জন্য এত আগ্রহ—এত ব্যাকুলতা—এত অধৈর্য্য ?

সা। থাক্ নাথ—এখন শুনে কাজ নেই। হৃদয়ের প্রার্থনা পূর্ণ হবার পূর্ব্বে কর্ণান্তর করতে নাই—শাস্ত্রে যেন কোথায় পড়েছি।

সত্য। যাও প্রিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো, কুটীরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে। আজ তিনদিন নিরম্বু উপবাস করে রয়েছ,—কল্য তোমার ব্রত সমাপ্ত হলে আমার দুর্ভাবনার অবসান হবে। যাও—আর এ অবসন্ন দেহে কুটীর বাহিরে থেকো না। আমি এখুনি ফিরে আসছি।

সা। এই সন্ধ্যাকালে কুঠার হাতে নিয়ে কোথায় চল্‌লে প্রাণেশ্বর ?

সত্য। কুটীরে যে সমস্ত ফলমূল সংগ্রহ করে রেখেছিলেম,—ব্রাহ্মণ ভোজনে আজ সমস্তই নিঃশেষিত হয়েছে। তোমার কন্যকার পারণের জন্ত একটীমাত্র অবশিষ্ট নাই।

সা। আমার জন্ত রাত্রিকালে ফল সংগ্রহে চললে নাথ ? আমায় কি তুমি নরকে পাঠাতে চাও প্রিয়তম ?

সত্য। তোমার জন্ত না হয় নাই বল্লুম। আমাদের সন্ধ্যাকার জন্তও তো আবশ্যক! শুধু ফল সংগ্রহ নয়। অগ্নিরক্ষার কাঠও নিঃশেষিত। অগ্নিহোত্র কার্য্যের জন্ত কাঠ সংগ্রহও তো নিশ্চয়ই আবশ্যক।

সা। ফল কথা—তোমাকে যেতেই হবে। কেমন—এই তো!

সত্য। যেতেই হবে প্রাণেশ্বরী। আমি ত্বরায় ফিরে আসবো, তুমি কিছুমাত্র চিন্তা কোরো না।

সা। নাঃ—অন্ধকার চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত্রে স্বামী একাকী ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করলে সাধ্বী সতীর চিন্তা করবার কোন কারণ নাই,—এ শাস্ত্র কি তুমি নূতন রচনা করলে নাথ ? যাক্, বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই। চল দু'জনে যাই।

সত্য। তুমি যাবে ? সেকি কথা ? এই ভীষণ রাত্রে—দুর্গম কণ্টকময় পথে—তিনদিন অনাহারে অবসন্ন দেহে তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

সা। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই যা'ব। কেন নাথ—কিসে আমি আজ তোমার এত চক্ষুশূল হলেম ? কিসে তোমার এত ভালবাসা থেকে অভাগিনী অকস্মাৎ বঞ্চিতা হ'ল যে তুমি আমার সঙ্গ পর্য্যন্ত তিক্তবোধ করছ ?

সত্য। এত বিদ্যা—এত বুদ্ধি আমার নেই যে তোমায় আমি তর্কে পরাজিত করতে পারি প্রাণেশ্বরী! নিতান্তই যদি যাবে, তা হ'লে একবার কুটীরে গিয়ে পিতামাতার অনুমতি নিয়ে আসি চল।

সা। তাঁদের অনুমতি না পেলে কি কুটীর ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছি নাথ ?

সত্য। তা হ'লে প্রস্তুত হয়েই বসে আছ ? পিতাকে কি বললে যে তিনদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে রাত্রে স্বামীর সঙ্গে বনগমন তোমার ব্রতের একটী অঙ্গ ?

সা। সত্যই তাই বলেছি। কি করে জানলে নাথ ? তুমি কি অন্তর্য্যামী ?

সত্য। অন্তর্য্যামী নই। জানি তার কারণ,—তুমি আমার—আর তোমার আমি! তোমার আমার দেহ, প্রাণ, মন অভিন্ন—আজীবন আমরণ!

(উভয়ের প্রস্থান)

—·—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

যমদূতগণ।

গীত।

(তোমাদের) দিন ফুরুলো আমরা হাজির খবর দিতে
হয় না।
(ঠিক) সময় হ'লে ধরব গলে—(মোদের) একটু দেরী
সয় না।
(তোমার) ফুরুলো,—যেই ফুরুলো,—হাতের কাজ ক'টা,
থাকগে পড়ে যেমে ছেলে আর পুঁজিপাটা,
(ওরা) ঘটা ক'রে কাঁদলে সবাই—
মড়া কথা কয় না;
সময় আর স্রোত চলবে টানা, যেতে যেতে রয় না।

(খুঁড়লে মাথা)

১ম-য-দূ। ওরে আর কত দেরী ভাই!

২য়-য-দূ। আর দেরী কিসের ? এই হ'ল বলে। ঐ যে সত্যবান বাড়াখন গাছে চড়েছেন, খুব কুড়ুল দিয়ে গাছের ডাল কোপাচ্ছেন; ছুঁড়ীটা তলায় দাঁড়িয়ে কাঠ কুড়িয়ে পোঁটলা বাঁধছে,—মনে করছে, মনের সাধে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দু'জনে কপোত কপোতীর মত বক্ বকম্, বক্ বকম্ করে পীরিত করতে করতে ঘরে ফিরবেন! হা—হা—হা—হা—

৩য়-য দূ। উদিকে যে যমরাজা মশাই দণ্ডগাছটী সেই

যমের বাড়ী থেকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথার ওপোর বাগিয়ে ধরে আছেন তা জানেন না ! কেমন মজাটি বল্ দিকি,—আমাদের খপ্পরে পড়বার একমুহূর্ত্ত আগে কেউ জানতে পারে না যে মরতে হবে—যমের বাড়ী যেতে হবে !

৪র্থ-য-দূ। ওরে ওরে সময় হয়েছে—সময় হয়েছে ! ঐ দেখ—সত্যবান টল্‌তে টল্‌তে গাছ থেকে নামছে—ঐখানেই পোড়বে বুঝি ? না না নেবেছে যে নেবেছে—এইদিকে আসছে, আশে পাশে বাগিয়ে থাকি চ—

(সকলের প্রস্থান)

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ)

সত্য। সাবিত্রী, সাবিত্রী ! ওঃ—

সা। কেন কেন, এই যে নাথ আমি তোমার কাছে ! কি-হয়েছে—কি হয়েছে ! বড় ক্লান্তিবোধ হচ্ছে ? বোসো, বোসো—

সত্য। উঃ সাবিত্রী—দারুণ শিরঃপীড়া ! আমি আর বলতে পারি না—আমি মরি—এস কাছে এস—তোমার কোলে মাথা রাখি—উঃ—আর দেখতে পাচ্ছি না—সাবিত্রী আমি চললুম—

(মৃত্যু)

সা। প্রাণেশ্বর ! হৃদয় সর্ব্বস্ব ! আর্য্যপুত্র। নাথ ! কোথায় যাও—দাসীকে চির জীবনের মত একা রেখে কোথা যাও—? কি হ'ল, কি হ'ল ! এত করেও তোমায় রাখতে পারলুম না ? দেবতার পায়ে এত করে মাথা খুঁড়েও তোমাকে ধরে রাখতে পারলুম না ? সত্যিই আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলে ? প্রাণেশ্বর কথা কও—কথা কও একবার সেই মধুমাখা স্বরে দাসীকে সাবিত্রী বলে ডাক !

১ম-য দূ। ওরে দেরী কচ্ছিস্ কেন ? এগো না—

২য়। তুই এগো না—

৩য়। তুই এগো না—

৪র্থ। চল্ সবাই একসঙ্গে এগুই—

সকলে। ওরে বাপ্ রে, বাপ্ রে—কি আগুন রে- কি আগুন রে—

(যমদূতগণের প্রস্থান

সা। ওমা সতীকুল রাণী—ওমা দাক্ষায়ণী—এত করেও আমার প্রার্থনা তোমার কাণে পৌঁছে দিতে পারলুম না ! এত করেও তোমার পদে আশ্রয় পেলুম না ! মাগো—কি করলে মা আমার ?

(যমের প্রবেশ)

যম। আমি ঠিকই অনুমান করেছিলেম—দূতগণের দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব নয় ! আমাকে স্বয়ং এ কার্য্যে নিযুক্ত হতে হবে। সাবিত্রী !

সা। একি ? কে এ বিশালকায় তেজঃপুঞ্জকলেবর বিরাট পুরুষ ! রক্তবস্ত্রপরিধান, অগ্নিময়শিরস্ত্রাণ, হস্তে ভীষণ লৌহদণ্ড পাশ হস্তে আমার সম্মুখে ? প্রভু ! কে আপনি ?

যম। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে—তাকে যমপুরে নিয়ে যেতে আমি এসেছি। সাবিত্রী ! তোমার মৃত স্বামীকে পরিত্যাগ কর।

সা। প্রভু ! বলবার আর আমার কিছুই নাই। তবে আপনি দেবতা—আপনার নিকট আমি কৃপাভিক্ষা করছি, অভাগিনীর প্রতি কৃপা করে আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দিন। আমি অনাথিনী—ভিখারিণী। কৃপাদানের জন্যই দেবতার দেবত্ব, মহত্ব, খ্যাতি প্রসিদ্ধি।

যম। অসম্ভব প্রার্থনা কোরো না সাবিত্রী। মৃত কখনও পুনর্জীবিত হতে পারে না। সূর্য্য কখনও পশ্চিমে উদয় হয় না। পথ মুক্ত করে দাও, তোমার পতির প্রাণ লয়ে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। তুমিও আপন কর্ত্তব্য পালন কর।

সা। ধর্ম্মরাজ ! অকালে আমার স্বামীর প্রাণহরণ করা কি আপনার ধর্ম্ম ? এই স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে নিরপরাধিনী অবলা নারীকে ভীষণ বৈধব্যব্যানলে নিক্ষেপ করা কি ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম ?

যম। নিয়তি কেন বাধ্যতে ! আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে নিয়তির ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নেই সাবিত্রী। বৃথা সময় নষ্ট কোরো না।

সা। তবে—তাই হোক্ ধর্ম্মরাজ ! নিয়তির কার্য্য নিয়তি করুন, আপনার কার্য্য আপনি করুন, আমার কার্য্যও

অগত্যা আমায় করতেই হবে। এই নিন্—আমার স্বামীকে গ্রহণ করুন।

(সাবিত্রীর একপার্শ্বে অবস্থান)

(যম কর্তৃক সত্যবানের প্রাণহরণ)

(যমের প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রীর গমন)

সপ্তম দৃশ্য।

বনের অপরাংশ।

যম ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রী।

যম। একি? সাবিত্রী? তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ?

সা। প্রভু! সতী স্ত্রী যে হয়···সে জীবনে-মরণে স্বামীর অনুগমন করে। ধর্ম্মরাজ! এ সনাতন ধর্ম্ম কি আপনার অবিদিত?

যম। কি বলছ সাবিত্রী? তুমি স্বামীর সঙ্গে যাবে কোথায়? তোমার স্বামী মৃত,—পৃথিবীতে তার পরমায়ু শেষ—তাই আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে যাবার তো অধিকার নাই। যাও ফিরে যাও—একি? তবু আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

সাবিত্রীর গীত।

এ প্রাণহীন দেহ নিয়ে ঘরে ফিরি কেমনে।
দয়া করে দাও ফিরে অভাগীরে প্রাণধনে।
ধরম করম মোর—ইহকাল পরকাল,
বিনিময়ে কর দান,
মম প্রাণপতি প্রাণ,
সে বিনা কামনা কিছু—
নাহি আর এ জীবনে।

যম। তোমায় তো বলেছি সাবিত্রী, তোমার অনর্থক বিলাপে কোনও ফলোদয় হবে না। মৃত ব্যক্তি কখনই জীবিত হতে পারে না। আমি বললেম—তুমি ফিরে যাও। কি করবে বল—অদৃষ্ট।

সা। দাঁড়ান ধর্ম্মরাজ—দাঁড়ান চলে যাবেন না। আপনার সঙ্গে আমি সপ্তপদ ভ্রমণ করেছি, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রকার মতে আপনি আমার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ। সেই সেই সূত্রে আমি আপনার গতিরোধ কচ্ছি, আপনি কিছুতেই আমায় পরিত্যাগ করে যেতে পার্কেন না।

যম। ঠিক বলেছ সাবিত্রী আমি তোমার যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হয়েছি, সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি যে বর প্রার্থনা করবে, আমি তোমাকে প্রদান করব।

সা। আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে আছেন তিনি যেন তাঁর চক্ষুদ্বয় পুনরায় প্রাপ্ত হন।

যম। তথাস্তু। যাও সাবিত্রী এইবার ফিরে যাও। একি—আবার আমার অনুসরণ কর কেন?

সা। প্রভু! বলেছি তো, আমার স্বামীর যে গতি—আমারও সেই গতি। সেই জন্য আমি আমার স্বামীকে অনুসরণ করছি—আপনাকে নয় ধর্ম্মরাজ! আর এক কথা, শাস্ত্রকারেরা বলেন—সাধুসঙ্গ একবার লাভ করলে—তাদের সংসর্গচ্যুত হওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। আপনি সাক্ষাৎ সাধুবর—সাধুতার প্রতি, আপনি বিশুদ্ধাত্মা নিষ্পাপ দেহধারী। সুতরাং কোন্ ধর্ম্মানুসারেই বা আপনার সংসর্গ পরিত্যাগ করে চলে যাই!

যম। সাবিত্রী! তোমার তুল্য বিদুষী জ্ঞানময়ী স্ত্রীলোক আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো কোথাও দেখতে পাইনি। তোমার কথায় আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। সাবিত্রী তোমার স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য আর এক বর প্রার্থনা কর।

সা। আমার শ্বশুর রাজ্যহারা হয়ে বনবাস করছেন। আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহ'লে হে ধর্ম্মরাজ! এই বর দিন যেন তিনি পুনরায় তাঁর হৃতরাজ্য প্রাপ্ত হন।

যম। তথাস্তু। তাহ'লে এইবার তুমি ফিরে যাও মা।

সা। প্রভু! শুনেছি আপনি চিরদিন নিয়মের বশীভূত হয়ে কার্য্য করেন,—নিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনি কোন

আচরণ করেন না। সেই জন্ত আপনার নাম যম।- হে যমরাজ! বিধি নিয়মে আপনি জগতের লোকের জীবনহারী হ'লেও—আপনার এই সর্ব্বভূতে ভালবাসায়—এই দয়া-দান দাক্ষিণ্যে আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করলেম! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

যম। সাবিত্রী! আমিও তোমার নিকট মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করছি—যে আমি কঠিন হৃদয় যম হ'লে তোমার সুধাময় জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করে পরম পুলকিত হয়েছি। যদি ইচ্ছা হয়—তাহ'লে সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি অন্ত বর প্রার্থনা কর্ত্তে পার। আমি সানন্দে তোমার সে প্রার্থনাও পূরণ করব।

সা। আমার পিতা মদ্রদেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি পুত্রহীন। অতএব রাজবংশোজ্জ্বল তাঁর একশত পুত্র হোক এই তৃতীয় বর আপনার কাছে প্রার্থনা কর্চ্ছি—হে ধর্ম্মরাজ! আমার কামনা পূর্ণ করুন।

যম। তথাস্তু। আর নয় সাবিত্রী। এইবার আমায় যেতে দাও—তুমিও কুটীরে ফিরে যাও।

(যমের প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রীর প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

বনমধ্যস্থ—সরোবর তীর।

কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়াপত্নী।

কা-পত্নী। বলি হ্যাঁরে—অ মিন্‌সে তোর কাণ্ডখানা কি বল্ দিকি?

কা। চুপ কর—বলছি, চেঁচাস নি। এখুনি ফ্যাসাদে পড়ে যাবি!

কা-প। চুপ করব—চেঁচাব না? কেন বল দিকি? তোর জোর নাকি? না হয় বিয়েই করিছিস—তা হয় তুই আমার সোয়ামীই হয়েছিস্! তা বলে চেঁচাব না না কি?

কা। শুধু শুধু চেঁচাবি কেন বল্‌তো রে হাবাতে মাগী?

কা-প। শুধু শুধু? এই তিনপোর রেতে ঘর থেকে টেনে বার করে এই বনের ভেতোরে...এই পুকুরের পাড়ে টেনে নিয়ে এলি! আর আমি চুপ করে থাক্‌বো? একে রাত্তির···তাতে ঘুট্‌ঘুট্টে অন্ধকার? শ্যালেই খাবে কি বাঘেই খাবে—তার কিছু ঠিক ঠিকানা আছে?

কা। ওরে মাগী চুপ করে থাক্—আর কথাটি কস্‌নি। এ বনে আজ একটা বিত্তিকিচ্ছি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে—তা বুঝতে পারছিস্!

কা-প। তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু হ'চ্ছে! দেখ দিকি—কি জ্বালাতনে পড়লুম গা? সমস্ত দিন কাঠের বোঝা বয়ে বয়ে শরীলটা অক্লান্তি হয়েছে—একটু জেরোম করে বিছেনায় শুয়েছিলুম, মুখপোড়া সে সুখেও বাদ সাধলে? বলি—কি বিত্তিকিচ্ছি কাণ্ড হয়েছে বল্‌তো রে ড্যাকরা!

কা। উদিক পানে একটা আলো দেখতে পা'চ্ছিস্?

কা-প। পাবনা কেন। ঐ দিক্‌টা জ্যোচ্ছনা উঠেছে।

কা। ওটা তোর বাপের বাড়ীর দিক কি না—তাই চাদ্দিক অন্ধকার আর ঐ দিকটাই জোচ্ছনা। ওটা কোন্ দিক্ বল দিকি?

কা-প। আহা তোর মতন কিনা আমি মুরুক্ষু? আমার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই? ওটা সরাসর দক্ষিণ দিক?

কা। বাবে পাগলি—তোর তাহ'লে জ্ঞানগম্যি আছে! আচ্ছা ঐ দিক থেকে একটা সৈরক্ত আসছে গন্ধ পাচ্ছিস্!

কা-প। হুঁ—একটা যেন গোবর পচার গন্ধ আস্‌ছে।

কা। তোর যমন গরুর মত থ্যাবড়া নাক তুই গোবর গন্ধ পাবি না তো কি কেয়াফুলের গন্ধ পাবি রে মাগী!

কা-প। তোর গরুর মত নাক—আমার হবে কেন? আমি ভাল গন্ধ পাচ্ছি না? ভর ভর করে চাদ্দিকে ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে—আর আমি পাচ্ছি না?

কা। ওরে মাগী—এ ফুলের নয়—ফুলের গন্ধ নয়! আমাদের বনে বনে বনফুলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে সাড়ে তেরো গণ্ডা বয়স কেটে গেল—আর ফুলের গন্ধ চিনি না?

কা-প। তবে কিসের গন্ধ?

কা। এ বনে আজ দেবতারা বেড়াতে এসেছে। আমি এতক্ষণ তোকে বলিনি? এইবার বলি শোন্। আজ বিকেল বেলা স্বচক্ষে দেখে গেছি বনে একটা গাছেও ফুল নেই,—আজকের ওপোর গাছপালা সব শুকনো,—তার ওপোর বেলায় গরম-গুমোট—কোথাও একটু হাওয়ার চিহ্ন নেই—গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ছে না—শুনছিস্—

কা-প। পুরণো কথা নতুন করে শুনবে কি? তোর ইচ্ছে হয়—তুই ভ্যাড় ভ্যাড় করে বলে যা না।

কা। তারপর শোন—হঠাৎ নিশুতি রেতে—বিছেনায় শুয়ে শুনতে পেলুম—চাদ্দিকে বনের ভেতোর বিটকেল আওয়াজ—দুপ্ দাপ্ লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি হ'চ্ছে লেগেছে। তাই না শুনে যেই ঘর থেকে বাইরে কাকায় বেরুলুম—অমনি কি দেখলুম জানিস্—

কা-প। কি করে জানবো? তোর মতন তো আর আমার বাতিক বাড়েনি যে ঘুম ভেঙ্গে আচম্কা ঘর থেকে বেরুবো।

কা। তোর তো ঘুম নয় রে মাগী—তোর ও কাল-নিদ্রে। একবার বিছানায় লেটে পোড়লে মরিছিস কি বেঁচে আছিস্—কার বাবার সাধ্যি বোঝে? কেবল বেজায় নাক ডাকার চোটে বোঝা যায় জ্যান্ত আছিস্!

কা-প। তারপর কি দেখলি বলনা।

কা। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি—শুক্‌নো গাছের ডাল-পালা সব গজিয়ে উঠেছে—ঐ দেখ চাদ্দিকে ফুল ফুটেছে—বনের ঐ দিকটায় যেন ২০০।৫০০ চাঁদ উঠেছে,—কেমন একটা মজাদার ভরভর গন্ধ বেরুচ্ছে—ফুর ফুর বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে,—এই সবেতে বুঝলি কিনা প্রাণটা যেতে গেল। তখুনি বুঝলুম, নিয্যস্ দেবতা-টেবতা কেউ বনে এসেছে! তাই তোকে ডেকে একেবারে রুকে বেরিয়ে পড়লুম!

কা-প। বড়া বড়া তাড়ির হেরাজ করে তোর মাথা বিগড়ে গেছে। চারপো রাত্তে উঠে বলে—বনের ভেতোর দেবতা এয়েছে। তাই মাগকে নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দেবতার পেছনে ধাওয়া কর্ত্তে যাচ্ছে! ওরে মুখপোড়া ও দেবতা-টেবতা নয়, ও উপদেবতা তোর ঘাড় মটকাবার যত্নে তোকে নিশিথে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। তুই যা—আমি ঘরে দোরে খিল এঁটে ছিকৃছেরেব করিগে।

কাঠুরিয়া ও তৎপত্নীর
গীত।

কা-প। তোর জ্বালায় মলুম জ্বলে।
হাড়কালী মাসকালী আমার,—মালা দিয়ে ঐ গলে—
ঐ অনামুখোর গলে।

কা। ফিরিয়ে নে তোর মালা, যে তুই উল্টো চোখ পাক্—
মাগ নোস্ তুই বাঘরে মাগী, থাক্ তফাতে থাক্;
আজ থেকে সম্পর্ক ঘুচে যাক্;—

কা-প। তুই ভূতের পাছু করবি ধাওয়া,—(হ্যাঁরে)
তোর সঙ্গে কি পোষায় যাওয়া? (বল্না)
(এখন) পেঁচোর পাওয়া ভাতার নিয়ে—
(কার) সুখ হয় কোন্ কালে?
(তোর) রাগ হ'ল,—মোর বয়েই গেল,—
(আমি) শুইগে শেষে গা ঢেলে,

কা। তুই চুলোয় গিয়ে,—থাকগে শুয়ে,
(আমি) ঐ বনের দিকে যাই চলে।

(উভয়ের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।
বৈতরিণী তীর।
যম ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রী।

যম। যাক্—অনেক কষ্টে অভাগিনী সাবিত্রীকে ভুলিয়ে চলে এসেছি! গোটাকতক বর দিয়ে—কোন রকমে যে তাকে তুষ্ট করে আসতে পেরেছি—এই যথেষ্ট! নইলে, তার মত পতিপরায়ণা সতীর হাত থেকে—এ অবস্থায় তার পতির

প্রাণ নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে যমপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হ'ত !

সা। উঃ কি ভীষণ নদী সম্মুখে গর্জ্জন কচ্ছে !

যম। অ্যাঁ—একি ? সাবিত্রী ? তুমি এখনও আমার সঙ্গে ? তুমি এখান পর্য্যন্ত আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করে এসেছ ?

সা। ধর্ম্মরাজ ! আপনিই তো আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছেন ! সংসারে সতী নারীর স্বামীর অনুগমন করার অর্থ ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করা ! ধর্ম্মের রাজা আপনি,—একথা আপনাকে বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র !

যম। প্রগল্‌ভা রমণী ! এখনও আমার হিতকথা শোনো ! আর আমার সঙ্গে একপদ অগ্রসর হবার চেষ্টা কোরোনা। দেখছ—সম্মুখে কি ভয়ঙ্কর নদী, কি ভীষণ তরঙ্গস্রোত ভীমরোলে প্রবাহিত। এ নদীর নাম বৈতরিণী। সংসারে জীবের দেহে যতক্ষণ প্রাণবায়ু বদ্ধ থাকবে—ততক্ষণ ঐ বৈতরিণীর এ পারে তাকে অবস্থান কর্ত্তেই হবে। প্রাণ দেহচ্যুত হলে তবে সূক্ষ্মশরীরে সে বৈতরিণী পার হয়ে—পরপারে ঐ বিকট অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর যমরাজ্যে উপনীত হবে।

সা। প্রভু ! যে রমণী স্বামীর অনুগামিনী হয়, কোন স্থানইতো তার পক্ষে ভয়ঙ্কর হতে পারে না ! আমার স্বামী যদি স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন দেহেই হোক্—ঐ ভীষণ স্থানে যেতে পারেন, আমি পার্ব্বনা কেন ?

যম। সাবিত্রী ! এখনও তুমি তোমার বিপন্ন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি কর্ত্তে পাচ্ছ না ? কেমন করে তুমি স্থূল-দেহে এই ভয়ঙ্করী বৈতরিণী নদী পারে যেতে সক্ষম হবে ? শোন সাবিত্রী—ঐ যে বৈতরিণীতে তরল পদার্থ ধূম উদ্গীরণ করতে করতে প্রবাহিত হচ্ছে, ও পৃথিবীর অন্যান্য নদ-নদীর মত স্নিগ্ধ সুশীতল জল নয় ! সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত ধাতু ভূগর্ভস্থ ভীষণ অনলে বিগলিত হয়ে—তরল আকারে এই বৈতরিণী নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে ! কার সাধ্য তীরে দাঁড়িয়ে এই অনল প্রবাহের প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করে ? শুধু তাই নয় সাবিত্রী—ঐ দেখ—ঐ পরপারে কি ভীষণমূর্ত্তি যমকিঙ্কর-গণ বিচরণ করছে—যাদের ছায়া পর্য্যন্ত দেখলে জীবের চৈতন্য বিলুপ্ত হয় ! আর ঐ যে বিকট অন্ধকার ভেদ করে বিকট দাবানলের মত ভীষণ অনল ঐ যমপুরীতে দেখতে পাচ্ছ,—তার মধ্য হতে ভয়ঙ্কর কোলাহল চীৎকার শুনতে পাচ্ছ,—পৃথিবীর যত পাপী ঐ স্থানে ঐ নরকানলে শাস্তিগ্রহণ করছে। তুমি বুঝতে পারছ না সাবিত্রী—সে কি ভীষণ দৃশ্য ! যাও তোমায় মিনতি করছি—তুমি এই মুহূর্ত্তে এস্থান হতে আপনার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর ! যাও—যাও সাবিত্রী, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কোরোনা—ফিরে যাও, ফিরে যাও !

সা। ধর্ম্মরাজ ! ফিরে যাব কেমন কোরে—কোন মুখ নিয়ে তা আমায় বলুন। আপনি ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি—সাধু, মহানুভব, হৃদয়বান, দয়াময় ! আপনি কখনই পাষাণ হৃদয় নন্—পরন্তু কোমল হৃদয়। আমাকে বলে দিন—কোন মুখে আমি আমার শ্বশুরকুলের একমাত্র বংশের প্রদীপটী নির্ব্বাপিত দেখে সেই চির অন্ধকারময় সংসারে গিয়ে বাস করব ? শাস্ত্রমতে আপনার সঙ্গে আমার বন্ধু সম্বন্ধ,—আমি ধর্ম্মতঃ আপনার বন্ধু- আপনিও আমার বন্ধু ! হে সুহৃদ বন্ধুর বংশ নির্ব্বংশ করাই কি বন্ধুত্বের নিয়ম—এই কি সনাতন ধর্ম্ম ?

যম। সত্য বলেছ সাবিত্রী ! আমার কঠিন হৃদয়ে তোমার এই দুঃখ কথা শুনে বিষম বেদনা বেজে উঠল। ভাল—শেষবার তোমায় আর এক বর প্রদানে আমি প্রস্তুত। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমার যাতে তৃপ্তিলাভ হয়—এরূপ আর একটী শেষ বর প্রার্থনা কর।

সা। ধর্ম্মরাজ ! যথার্থই আমার তুল্য ভাগ্যবতী আর কেউ নাই। প্রভু, যদি শেষ বর প্রদান করেন তবে আমার এই প্রার্থনা যেন এ জগতে আমি নিষ্ফলা রমণী নামে সবাকার ঘৃণ্যা না হই।

যম। তথাস্তু। আমার বরে তুমি শত সুপুত্রের জননী হয়ে সৌভাগ্যে ও সুযশে রমণীকুলের শীর্ষস্থান অধিকার কর।

সা। ধর্ম্মরাজ ! আপনি দাসীর পুনরায় প্রণাম গ্রহণ করুন।

যম। এইবার তবে তুষ্ট হয়ে গৃহে ফিরে যাও মা। আমাকে আর অনর্থক বিলম্ব করিও না।

সা। আপনার কৃপায় আমার ব্রত সম্পূর্ণ হয়েছে— আমার কামনা সিদ্ধ হয়েছে: এইবার আপনি আমায় অনুমতি করলেই আমি আপনার কথা কার্য্যে পরিণত দেখে আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি। দিন, আমার স্বামীর প্রাণ আপনার মুখ নিঃসৃত কথামত আমায় ফিরিয়ে দিন।

যম। সে কি? আমি তোমায় কি কথা বললেম?

সা। আপনি সতীসাধ্বী এই সাবিত্রীকে এই পতিগত-প্রাণা, পতিব্রতা রমণীকে শত পুত্রের জননী হবার বর প্রদান করেছেন। আপনি আমার নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ হয়ে—হে ধর্ম্মরাজ—আবার কি সে সত্যভঙ্গ কর্ত্তে চান? যদি সংসারে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক লেপন কর্ত্তে না সাধ থাকে, যদি ধর্ম্ম অধর্ম্ম নয়—বালকের ক্রীড়া কৌতুকের সামগ্রী নয়—এই শিক্ষা জগতে চির প্রচলিত রাখতে সাধ থাকে, তা হ'লে হে ধর্ম্মরাজ—এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রদত্ত বর অনুযায়ী আমার শত পুত্রের জন্মদাতা আমার স্বামীর প্রাণ এখুনি ফিরিয়ে দিন। নচেৎ আমি আপনাকে অভিসম্পাত প্রদান করে—

যম। মা মা সতীকুলরাণী—মা সাবিত্রী—রক্ষা কর—রক্ষা কর। সতী মুখ নিঃসৃত ভীষণ দাবানল সদৃশ শাপানলে ধর্ম্ম সংসার ছারখার কোরো না। এই নাও মা—তোমার পতির প্রাণ প্রত্যর্পণ করছি,—তোমার পতিধনকে পুনরায় লাভ কর। এবং সেই সঙ্গে জগতে পতিব্রতা রমণীর অসাধ্য সাধনের জলন্ত দৃষ্টান্ত বিঘোষিত কর। মা সতী শিরোমণি—অধম দাসানুদাসের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর।

সা। ধর্ম্মরাজ! আপনিও পুনর্ব্বার আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দশম দৃশ্য।

পূর্ব্বোক্ত নিবিড় অরণ্য।

ভূতলে সত্যবান পতিত।

সত্য। একি? কোথায় আমি? এ ঘোর বনে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলেম? সাবিত্রী! সাবিত্রী! প্রিয়তমে! কোথায় তুমি?

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সা। এই যে প্রাণেশ্বর। আমি এসেছি। চল গৃহে যাই—আমার ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে।

সত্য। সাবিত্রী। আমি এতক্ষণ বনে নিদ্রিত হয়েছিলেম—আমায় জাগাও নি প্রাণেশ্বরী? আমার জন্য তুমি তিনদিন উপবাসী হয়ে আজ সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটালে?

সা। চল এইবার রাজ্যে ফিরে গিয়ে—রাজপ্রাসাদে আরামে সুখ শয্যায় শয়ন করে দাসীর সেবা গ্রহণ করবে।

সত্য। রাজ্য,—রাজপ্রাসাদ, এ সব কি বলছ প্রিয়ে? কঠোর ব্রত পালন করে তোমার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল না কি?

সা। মস্তিষ্ক বিকৃত হবার মতন কি বললুম প্রাণেশ্বর? তুমি রাজপুত্র—তোমার পিতা রাজ্যেশ্বর,—তোমরা কি চিরদিন দীন হীন ভিখারীর মত বনবাসী হয়ে থাকবে নাকি?

সত্য। সাবিত্রী সাবিত্রী—চল কুটীরে যাই চল। দীর্ঘ অনশনে নিশ্চয় তোমার মস্তিষ্কে ভীষণ ব্যাধি উপস্থিত। তুমি বিকার রোগগ্রস্ত হয়ে প্রলাপ বকছ?

(নারদ, দ্যুমৎসেন, অশ্বপতি, মহিষীদ্বয়, মাণ্ডব্য, মন্ত্রী সভাসদ্ ও পুরবাসিনীগণের প্রবেশ)

নারদ। কেন প্রলাপ বকবে সত্যবান? সাবিত্রী সত্য কথাই বলছে। দেখ—একবার চেয়ে দেখ—

দ্যুমৎ। সত্যবান। প্রিয়পুত্র আমার। শুভক্ষণে আমি দেবী সাবিত্রীকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেম। আজ তারই কৃপায় অন্ধ আমি চক্ষুরত্ন ফিরে পেলেম, রাজ্যহারা আমি রাজ্য ফিরে পেলেম—

নারদ। বৎস! তুমি সত্যবান, দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করলে—সতী সাধ্বীর কৃপায় তুমি শমন ভবন হতে পুনরায় ধরায় ফিরে এলে। মা সাবিত্রী সত্যই তুমি জগতে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত কল্লে তা অক্ষয়—অমর অব্যয়। যে রমণী তোমার চরিত্রগাথা শ্রবণ করবে—নিদারুণ বৈধব্য জ্বালার হাত থেকে সে চিরদিনের মত নিস্তার পাবে। যে প্রতি

প্রভাতে সাবিত্রী সত্যবানকে স্মরণ করবে—তার কখনো অমঙ্গল ঘটবে না। এস মা—পতিকে সঙ্গে করে রাজ্যে ফিরে এসে পিতৃকুল শ্বশুরকুলের মুখোজ্জ্বল কর। উভয় বংশের গৌরব বৃদ্ধি কর।

সকলে। জয় সাবিত্রী সত্যবানের জয়।

গীত।

ধন্য এ জীবন,

পূত এ প্রাণ মন

সার্থক গাহি এ মিলন গান।

(এ) পুণ্য কাহিনী কথা,

শুনিলে ঘুচাবে ব্যথা,

পাপী-তাপী সবে পাইবে ত্রাণ॥

পূজি পতি কায়মনে,

প্রেম ও ভকতি দানে,

ফিরায়ে আনিল সতী,

মৃত পতিদেহে প্রাণ;

স্থাপিল তিনলোকে কীর্ত্তি মহান,

জয় সাবিত্রী সত্যবান!

জয় সাবিত্রী সত্যবান!

জয় সাবিত্রী সত্যবান!

নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উল্লিখিত এই "সাবিত্রী" নাটক সুপ্রসিদ্ধ "গ্রামোফোন্ কোম্পানী" কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রেকর্ড হইয়া—বঙ্গদেশে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে। "সচিত্র শিশিরের" পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য ৮পূজার সংখ্যায় আমরা এই নাটকখানি প্রকাশিত করিলাম। ইতি—সঃ সঃ শিঃ।